২৭ অক্টোবর, ২০১৭

প্রেস রিলিজ

তথ্য অধিকার আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করার আহবান

দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশের সরকারকে তথ্য অধিকার আইন সমূহের কার্যকর প্রয়োগের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করতে হবে । বিগত ২৬-২৭ অক্টোবর, ২০১৭ ঢাকায় হোটেল লেক শোরে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়া এবং আফ্রিকায় তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ সম্পর্কিত এক বিশেষজ্ঞ সম্মেলনে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা এবং আফ্রিকা অঞ্চলের কেনিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার তথ্য কমিশনের সদস্য ও কর্মকর্তা, আইনজীবী, সাংবাদিক এবং নাগরিক সমাজের সদস্যগণ এ বক্তব্য তুলে ধরেন।

এ সম্মেলনটি দ্য সোশ্যাল আর্কিটেক্টস (টিএসএ), দ্য রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ অব বাংলাদেশ (রিব), বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)-এর উদ্যোগে আয়োজিত হয়।

বাংলাদেশ তথ্য কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনার ডঃ মোঃ গোলাম রহমান এবং তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যখন কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জীবন ও স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিষয়ে সংবিধিবদ্ধভাবে নির্ধারিত ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তথ্য প্রদান না করেন তখন দ্রুততম সময়ের মধ্যে আপীল ও অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণে সুনির্দিষ্ট আইনি বিধান দরকার। এছাড়া বাংলাদেশ তথ্য কমিশনের তথ্য কমিশনার ডঃ খুরশিদা বেগম সাইদ বলেন, তথ্য অধিকার আইনের সঠিক বাস্তবায়নে স্বচ্ছতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা অত্যাবশ্যকীয়।

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ (রিইব)-এর প্রধান ড. সামসুল বারি বলেন সরকারি কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা প্রয়োজন এবং নাগরিকদের প্রতি তাদের অধিকতর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা জরুরী। সরকারি কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা এবং তাদেও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবার জন্য তথ্য অধিকার একটি উত্তম পন্থা। তথ্য অধিকার প্রশাসনিক কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সম্মেলনে তথ্য অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সরকার এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম, তথ্য কমিশনে আপিল এবং অভিযোগ দায়ের পদ্ধতি, তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে আদালতের ভূমিকা এবং নিয়মিত তথ্য প্রকাশে উচ্চ এবং নিম্ন প্রযুক্তিগত সমাধান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

আলোচকবৃন্দ সম্মেলনে আগত দেশগুলির তথ্য কমিশনের সদস্য নির্বাচনের প্রক্রিয়া সর্ম্পকে আলোচনা করেন। তথ্য কমিশনের সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়া আরো স্বচ্ছ এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হবে বলে তারা আশাবাদ প্রকাশ করেন। তথ্য অধিকারের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী এবং কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আলোচকবৃন্দ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করবার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার এবং তথ্য কমিশনের প্রতি আহবান জানান। তারা জনসাধারনের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করবার জন্য সরকারি দলিল এবং তথ্য ব্যবস্থার ডিজিটালাইজেশনের সুপারিশ করেন।

বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ব্যক্তির জীবন এবং স্বাধীনতা যখন ঝুঁকিতে থাকে তখন কমিশনের উচিত জরুরী অবস্থা অনুধাবন করে তথ্য অনুসন্ধানকারীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা।

সরকারি কার্যক্রমের ব্যাপারে জনগণের সত্য এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য লাভের জন্য ক্রমবর্ধমান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

অংশগ্রহণকারীরা তথ্য অধিকার আইন নিয়ে জনসাধারনের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগের আহবান জানান। এমন দলগত প্রচেস্টায় তথ্য অধিকার কার্যপদ্ধতি সর্ম্পকে জনসাধারনের অধিকতর ধারণা লাভে সহায়তা করবে।

সরকারি প্রতিষ্ঠান এই আইনের যথাযথ প্রয়োগে সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্বুদ্ধকরণে দক্ষিণ আফ্রিকার অনুকরণে কর্মকর্তাদের কাজের ভিত্তিতে উদ্দীপক ভাতা প্রদান করা যেতে পারে।

তথ্য অধিকারের আওতাবর্হিভুত বিষয়গুলি যেমন গোপনীয়তা ও তথ্য সুরক্ষার বিষয়গুলি নিয়ে বক্তারা আলোচনা করেন। এছাড়া তথ্য অধিকারের সচেতনতার প্রচারের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন, সরকার, নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়েও সম্মেলনে আলেঅচনা করা হয়।

শ্রীলংকার তথ্য কমিশনারবৃন্দ এবং তথ্য কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ বাংলাদেশের তথ্য কমিশন পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, এটি দক্ষিণ এশিয়ায় নব্য তথ্য অধিকার কমিশন। শ্রীলংকার তথ্য কমিশনার তাদের কার্যপরিচালনার উন্নয়নের লক্ষ্যে সংলাপ এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সর্বোত্তম পন্থা হিসেবে চিহ্নিত করেন।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষা, সরকারি এবং বেসরকারি কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সর্বোত্তম কার্যপ্রণালী সর্ম্পকে আলোকপাত করেন।

আঞ্চলিক সম্মেলনে তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নে বর্তমান অবস্থা, নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার হিসেবে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ, সাফল্যের মূল্যায়ন এবং তথ্য অধিকারে প্রতিবন্ধকতা এবং এর উত্তরণের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা হয়।

বার্তা প্রেরক
মাহবুবা আক্তার
উপ পরিচালক ,এডভোকেসি এন্ড কমিউনিকেশন, ব্লাস্ট
ফোন ০১৭৭৬০৬০১১৩